ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন লীগ–এর ব্র্যান্ড দায়িত্ব সংক্রান্ত

প্রথম পাবলিক বিবৃতি

- 10 ফেব্রুয়ারি **2013 -**

যারা বিশ্বব্যাপী বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির জন্য বিভিন্ন পণ্য উত্পাদন করেন সেই সহকর্মী সাথীগণ –

প্রধান বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির উত্পাদনকারী শ্রমিক হবার সুবাদে আমরা আমাদের দৈনন্দিন শোষণ ব্যবস্থাটাও খুব ভালো করে বুঝতে পারি. আমাদের দুঃখের কারণ কিন্তু গোপন নয় – আমাদের শ্রম দিয়েই তৈরী হয় সম্পদ, কিন্তু আমাদের পরিবার এবং আমাদের দেশের জন্য কিছুই থাকে না. যবে থেকে উত্পাদনকারী মালিকেরা উত্পাদনের আউটসোর্সিং শুরু করেছেন এবং শ্রমিক ও তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্ব এড়াতে শুরু করেন, আমাদের অবস্থার ব্যাপকভাবে অবনতি হয়েছে।

একটি সীমাহীন - সহায়ক সংস্থা (সাবসিডিয়ারি), ঠিকাদার (কন্ট্রাক্টর) এবং সাব-কন্ট্রাক্টর-এর শৃঙ্খলে আবদ্ধ আমরা - যারা আমাদের তৈরী পন্য ব্যবহার করে বা তা থেকে মুনাফা কামান, তাদের কাছে আমরা অদৃশ্য। তারা আমাদের ক্লান্ত এবং আহত হাত দেখতে পান না। তারা আমাদের ছেলেমেয়েদের ক্ষুধার্ত মুখও দেখতে পায় না। তারা দেখেন না যখন এক শ্রমিক অজ্ঞান হয়, বা তার গর্ভপাত হয় অপুষ্টি, তাপ, এবং দীর্ঘ সময় ধরে কর্মরত থাকার ফলে । তারা আমাদের সহকর্মীদের মৃত, বিকৃত শরীর দেখতে পায়না – শুধুই দেখে কোম্পানি'র লোগো আর দেখে 'মেড ইন' এর পাশে ছাপা একটি অজানা দেশের নাম।

একদিকে বাংলাদেশে যখন আরেকটি বহুজাতিক কোম্পানিকে সরবরাহকারী কারখানাতে যখন অগ্নি বিধস্ত কর্মীদের পরিবার মৃতের সংখ্যার মধ্যে তাদের পরিজনদের খুজছেন, তখনি বিশ্বের আরেক প্রান্তে অত্যন্ত মূল্যবান ব্র্যান্ডের ইলেকট্রনিক্স নির্মাতা শ্রমিকরা মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ফ্যাক্টরি থেকে লাফ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, অন্যদিকে আমিনুল ইসলাম–এর মতো সাথী আমাদের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হচ্ছেন – এই চরম বিশ্বায়িত শোষণ রুখতে আজ চলুন আমরা আন্তর্জাতিক স্তরে ঐক্যবদ্ধ হই।

এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে, বিশ্বের মানুষ আজ রুখে দাড়িয়েছেন নিজের রক্ষার্থে এবং নব্য উদার নীতির মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে প্রত্যাখ্যান করতে। এই সময় - আমাদেরও রুখে দাড়ানোর সময়!

এই কঠোর সত্যের সমালোচনাকারী আমরা প্রথম নই, কিন্তু আমরা এই অত্যাচার আর চলতে দেবনা। আমরা সমবেত কন্ঠে বলব – যথেষ্ট আর না!

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় - সম্মুখবর্তী যে ব্যবসায়ীরা আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোর মালিক ও পরিচালনাকারী হওয়ার সুবাদে শ্রামিকদের এই দুর্দশার প্রধান দায় বহন করে, তারা বাস্তবে কিন্তু প্রাথমিক ভাবে দায়ী নন। দায়ী আসলে ওই সব বহুজাতিক ব্র্যান্ড যারা এই বিশ্বব্যাপী বিকেন্দ্রিত উত্পাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ করে, তারাই এই দুর্দশার জন্য প্রাথমিক ভাবে দায়ী। তারাই আমাদের প্রকৃত মালিক, তারাই আমাদের প্রকৃত মনিব, আর এই বহুজাতিক ব্র্যান্ড-ই আমাদের প্রকৃত শোষণকারী।

আমাদের দেশের সরকারকে এই বহুজাতিক ব্র্যান্ডগুলি কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু এর পরিবর্তে ব্র্যান্ডগুলি আমাদের দিয়েছে – ক্লেশ, দিয়েছে কর্মজনিত আঘাত, কেড়ে নিয়েছে আমাদের শিক্ষার অধিকার, এবং সর্বোপরি দিয়েছে সারা বিশ্ব জুড়ে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলগুলিতে অসহনীয় দারিদ্র্য। বিশ্বব্যাপী এই বিকেন্দ্রীত উৎপাদন মডেল – কে ওই পণ্য সবচেয়ে সস্তায় তৈরী করতে পারে -এই ভাবে এক ফ্যাক্টরি-কে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায নামায়। এর জন্য প্রত্যক্ষ মালিকদের প্রয়োজন শ্রমের খরচ হ্রাস করা। এর জন্য তারা আপোষ করে আমাদের বেতন, আমাদের স্বাস্থ্য এবং আমাদের নিরাপত্তা । এই মডেল দ্বারা ওই সব বহুজাতিক সাংস্থা অনায়াসে স্পর্শমাত্র না করে সম্পূর্ণ শিল্পের মুনাফার গরিষ্ঠাংশ আয়ত্ত করে। এই সোয়েটশপ মডেলের সাহায্যে, ব্র্যান্ডগুলি নিজেদের জন্য মাল্টি বিলিয়ন ডলার জড়ো করেছে আর আমরা বসবাস করে যাচ্ছি চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে।

আমরা সেই ইউনিয়ন সংগঠন, যারা বছরের পর বছর একাধিক শ্রমিক নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছি। যে নির্যাতনের শিকার "মাকিলা"র বা "মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল"-এর অথবা "রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল"-এর শ্রমিকেরা। নিম্ন মজুরি, অনুপযুক্ত কাজের পরিবেশ – যার পরিনামস্বরূপ আমাদের জীবনে নেমে আসে স্বাস্থ্যের উপর কুপ্রভাব, কর্মক্ষেত্রে সম্মানের অভাব ও ইউনিয়ন প্রতিনিধিত্বের অনুপস্থিতি – এই উত্পাদন কেন্দ্রগুলির , যে দেশেই হোক না কেন, এই এদের সাধারণ

বৈশিষ্ট্য। শারীরিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি, শ্রমিকের প্রতি আইনি দায়িত্ব ত্যাগ করে কারখানা তালাবন্ধ করে দেওয়া , সামাজিক নিরাপত্তা বা পেনশনের অভাব, – এই যুধু সামান্য অথচ গুরুতর সমস্যার নিদর্শন। যখন আমরা এই পরিস্থিতি পরিবর্তন করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, আমরা সম্মুখীন হয়েছি ইউনিয়ন বিরোধী নানাবিধ দমনের, ভেদাভেদ থেকে কর্মসমাপ্তি, শারীরিক অত্যাচার, হুমকি, এবং নানা কৌশলে আমাদের সংগ্রাম থামানোর চেষ্টা।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাসে শংসয় করোনা , আমরা অভিযোগ করার জন্য অভিযোগ করছিনা। উপরোক্ত বহু সমস্যা সত্বেও, আমরা আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। দাঁড় করিয়েছি এমন এক ইউনিয়ন যা শুধুমাত্র অনমনীয় নয় – এর ভিত্তি তৈরী হয়েছে বহু বলিদানে। দিনের পর দিন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কারখানা ও শিল্প পার্ক – এ আমাদের ইউনিয়ন সংগঠনগুলি চালিয়ে চলেছে অনমনীয় সংগ্রাম। আমরা আমাদের সহকর্মীদের তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করি। আমরা কারখানাতে কারখানাতে যৌথ দরকষাকষি চুক্তির মধ্যস্থতা করি। আমরা আমাদের সহকর্মীদের সমস্ত রকমের অপব্যাবহার ও নির্যাতনের থেকে মুক্তির অধিকার এবং সম্মানের জন্য লড়াই করি। আমরা সরকার এবং আদালতের কাছেও আইন এবং আন্তর্জাতিক নিয়মাবলীর স্বীকৃতি অধিকারের জন্য দাবী পেশ করি। আর আমরা গঠন করি আন্তর্জাতিক জোট যার মাধ্যমে আমাদের কন্ঠ পৌছে যেতে পারে সেই গ্রাহকদের কাছে যারা আমরা তৈরি পণ্য সরাসরি ক্রয় করেন।

এর একটি সহজ সমাধান আছে – যেহেতু বহুজাতিক ব্র্যান্ডগুলি–ই আমাদের প্রকৃত মনিব এবং তাই তাদেরই এই অবস্থার দায় নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে গ্রহন করতে হবে:

ব্র্যান্ডগুলি ক্রয়মূল্য নির্ধারণএর সুবাদে দূর থেকে আমাদের মজুরি নির্ধারণ করে। তাই এমন একটি ন্যায্য মূল্য ব্র্যান্ডগুলিকে দিতে হবে যা আমাদের জন্য একটি মানবিক মজুরি নিশ্চিত করবে। এই মজুরি দ্বারা আমরা শুধু নিজেদের নয় আমাদের পরিবারেরও ভরণপোষণ করতে পারব। ক্রমাগত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অর্ডার সরিয়ে ব্র্যান্ড গুলিই নির্ণয় করে আমাদের কর্মের অনিশ্চয়তা । তারাই স্থির করে আমাদের অনধিগম্য উৎপাদন কোটা এবং বাধ্যতামূলক অধিকাল সময়। তাই তাদেরই নিশ্চিত করতে হবে স্থিতিশীল অর্ডার। যতদিন আমাদের কারখানাতে মারাত্মক বিপদ বহাল থাকবে, ব্র্যান্ড –গুলিকেই এর দায় বহন করে

পর্যাপ্ত অর্থবিনিয়োগ করতে হবে যা দ্বারা আমাদের কর্মস্থলে যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

আমরা আমাদের অবস্থার পরিবর্তন করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করেছি। আমরা আমাদের দেশের সরকারের কাছে আইন উল্লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছি কিন্তু আমাদের সরকারও বিনিয়োগ হারানোর ভয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালনে অপারগ। আমরা বহু নির্যাতন উপেক্ষা করে ইউনিয়ন দাঁড় করিয়ে আমাদের দেশীয় মালিক-দের সাথে যখন দরাদরি করি তখন তাদের একটিই বক্তব্য - ব্র্যান্ড -গুলি আমাদের দাবি কখনই মেনে নেবে না এবং তাদের বাধ্য করলে তারা ওই কারখানা ছেড়ে অন্য কথাও চলে যাবে।

আমরা ব্র্যান্ড-দের কাছে তাদের নিজেদের আচরণবিধির (কোড অফ কন্ডাক্ট) উল্লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছি কিন্তু তারা হয় নানা অজুহাতে তা এড়িয়ে যায় অথবা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখান করে তাদের কোনরকম প্রতিকার করার দায়িত্ব। যখন কোনো একটি বিচ্ছিন্ন কেস-এ, কোনো একটি ব্র্যান্ড আমাদের দাবি মেনে নেয়, কিছুদিন পর-ই সেই কারখানা থেকে তারা তাদের অর্ডার তুলে নেয় আর চলে যায় আরো শোষণমূলক অন্য কোনো সরবরাহকারীর কাছে। এর ফলে শুরু হয় এলোপাথাড়ি ছাঁটাই বা কারখানাতে তালা। কিন্তু তার চেয়েও ভয়াবহ - এটি বহন করে আনে একটি ভয়ংকর সংকেত সমস্ত শ্রমিকদের জন্য যারা নিজেদের অধিকার রক্ষা করার স্পর্ধা দেখায়। আমরা অসংখ্য প্রোটোকল ও সংলাপ-এ অংশগ্রহন করেছি কিন্তু কোথাও কোনো বাধ্যবাধকতাপূর্ণ চুক্তি কিম্বা নির্দিষ্ট ফলাফলে পৌছতে পারিনি। না "কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব" না ব্র্যান্ড দ্বারা নিয়োজিত পর্যবেক্ষণ - কোনটাই কোনো আমূল পরিবর্তন করতে পারিনি এই অবস্থার।

এই বহুজাতিক ব্র্যান্ড-গুলি অক্টোপাস-এর মতো তাদের কর্ষিক বিস্তার করে আমাদের মনিব, আমাদের সরকার এবং আমাদের কাজের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমরা তবে কেন তাদের মুখোমুখি বসে আমাদের এই বিভিন্ন সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ সমাধানের উপায় নির্ণয় করবনা?

আমরা যখনি বিক্ষিপ্তভাবে লড়াই করেছি, এই ব্র্যান্ড-গুলি তাদের ঝাঁ চকচকে অফিস থেকে আমাদের দাবার গুটির মতো চেলেছে। ব্র্যান্ড-দের বিরুদ্ধে লড়াই -এর

একমাত্র উপায় ব্র্যান্ড-এর সাপ্লাই চেইন-এর সমস্ত শ্রমিক-কে ঐক্যবদ্ধ করে এই সংগ্রাম জোরদার করা।

আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন অ্যাকশন বা শ্রমিক আন্তর্জাতিকতাবাদ, আমাদের বিশ্বাস, এই সমস্যার মোকাবিলা করার সবচেয়ে কার্যকারী উপায়। আমরা জানি এই ন্যায়ের সংগ্রামে আমাদের এই বিকেন্দ্রিত সম্পূর্ণ সাপ্লাই চেন -এর প্রত্যেক স্তরের শ্রমিক সাথীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সব প্রধান ব্র্যান্ড-ই এই উত্পাদনের মডেল অনুসরণ করে এবং তার ফলে এরা বিভিন্ন উপায়ে সমস্ত বিশ্বের শ্রমিক শোষণ-এর ভাগীদার। কিন্তু, সাম্প্রতিক কিছু বছর ধরে আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে আদিদাস (Adidas) একটি এমন ব্র্যান্ড যা বিশ্বভর অনেক ক্ষেত্রে শ্রম কানুন লঙ্ঘনের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। আদিদাস-এর বিভিন্ন সরবরাহকারী কারখানাতে আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই অস্থায়িত্ব ও বিশৃঙ্খলার কারণ আদিদাস-এর অতিবিস্তৃত সাপ্লাই চেন যা ১২০০র বেশি কারখানাতে ছড়ানো - অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দী ব্র্যান্ড-এর এই বিস্তার নেই। আদিদাস তাদের পলিসিতে (নীতি) প্রকাশ করে যে তাদের কোনই দায় নেই দেশের আইন বা তাদের নিজস্ব কোড অফ কন্ডাক্ট অনুসরণ করার।

কর্পোরেট অর্থে পরিচালিত ফেআর লেবর এসোসিয়েশনের (আদিদাস যার ফী-প্রদানকারী সদস্য) তথ্য-ও এই বাস্তব নিদর্শন করে। পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি'র একট সাম্প্রতিক গবেষনা - যাতে ফেআর লেবর এসোসিয়েশনের পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছে - আমাদের অভিমতই সুনিশ্চিত করেছে যে কারখানা-প্রতি সমিতি গঠনের স্বাধীনতার লংঘনের ঘটনা ও সমস্ত প্রকারের আইনি লংঘনের সবচেয়ে বেশি ঘটনা আদিদাস-এর।

আমাদেরই এই শিল্পের নিয়ম কানুন বদলাতে হবে - এখনিই। আমাদের দাবি ব্র্যান্ড-গুলি, যেমন আদিদাস, সেই সব সংগঠন-এর সাথেই দর কষাকষি করে যারা কোনো কারখানার শ্রমিক-এর প্রকৃত এবং সরাসরি প্রতিনিধি।

তাই আমরা যারা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন কারখানাতে শ্রমিকদের প্রকৃত প্রতিনিধি আজ একজোট হয়েছি এই আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন লীগ এ। আমাদের দাবি আদিদাস আমাদের,

যারা আদিদাসের জুতো ও খেলার পোশাক তৈরী করি, সাথে মুখোমুখি বসে আমাদের সাথীদের সাথে সরাসরি দর কষা কষি করে।

আজ আমরা আমাদের সমমনভাবাপন্ন সমস্ত সংগঠন – ট্রেড ইউনিয়ন, বা ছাত্র সংগঠন, বা মানবাধিকার রক্ষাকারী সংগঠন বা বুদ্ধিজীবি সাথী, বা শ্রম অধিকার রক্ষা কর্মী বা আমাদের তৈরী পোশাকের ক্রেতা – সবার প্রতি সমর্থন ও সংহতির আবেদন করছি যাতে আমরা সবাই একসাথে ব্র্যান্ড-গুলির কাছে জোরগলায় আমাদের আদিদাসের কাছে করা সরাসরী দরকষাকষির দাবি পৌছে দিতে পারি। আমরা নিরাপদ কাজের পরিবেশ এবং জীবনধারণের পক্ষে ন্যূনতম মজুরি চাই!

অনেক সময় বয়ে গেছে, অনেক কষ্ট সহ্য করেছি আমরা, সহন করেছি এই মডেল-এর ভার। আজ আমরা বিশ্বভর সকল গার্মেন্ট শ্রমিকের কাছে আবেদন করছি – চলুন আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই কন্ঠে এই শোষণ খতম করার দাবি করি।

স্বেটশপ ও মুক্ত বানিজ্য অঞ্চলে কর্মরত সমস্ত শ্রমিক উঠে দাঁড়ান – গঠন করুন এমন সংগঠন যা প্রকৃত আপনাদের নিজস্ব সংগঠন! ব্র্যান্ড-এর দায় স্থাপন করার জন্য প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন লীগ-এ আমাদের সাথে এই লড়াইকে জোরদার করুন!